পরিচ্ছেদ–২ ‖ খুদেবার্তা

সৃষ্টিশীল জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন: পাঠ-অধ্যয়নের প্রত্যাশিত প্রাপ্তি

বৈদ্যুতিন চিঠি বা ই–মেইলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ই–মেইলের বিভিন্ন ধরন ও ব্যবহারক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

ই–মেইলের বিভিন্ন অংশ ও কাঠামো শনাক্ত করতে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

বাংলায় ই–মেইল লেখার নিয়ম, ভাষার ব্যবহার, বিনীততা ও আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করতে পারবে।

ই–মেইলে সংক্ষিপ্ততা, শুদ্ধতা, প্রাসঙ্গিকতা ও প্রমিত ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

ব্যক্তিগত, শিক্ষাবিষয়ক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে উপযুক্ত ই–মেইল রচনা করতে পারবে।

ই–মেইল লেখার সময় প্রাপক নির্বাচন, স্প্যাম, ব্যাকরণগত ভুল ও সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে।

ই–মেইলের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

বিভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও কার্যকর বৈদ্যুতিন চিঠি লিখতে পারবে।

প্রচলিত চিঠির তুলনায় বৈদ্যুতিন চিঠির ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য বুঝে প্রয়োজন অনুযায়ী ই–মেইল ব্যবহার করতে পারবে।

খুদেবার্তা (SMS) কী?

খুদেবার্তা বা এসএমএস (SMS) হলো একটি তাৎক্ষণিক লিখিত যোগাযোগ মাধ্যম, যা মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এই বার্তাগুলো সাধারণত অল্পসংখ্যক শব্দে গঠিত হয় এবং মূলত তাৎক্ষণিক ও সংক্ষিপ্ত তথ্য বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। তথ্য প্রযুক্তির দ্রুতগতির যুগে এটি যোগাযোগের একটি সহজ, জনপ্রিয় এবং কার্যকর উপায় হিসেবে পরিচিত।

'SMS' শব্দটির পূর্ণরূপ হলো Short Message Service– অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বার্তা সেবা। নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি বড়ো বা বিশদ বার্তা নয়, অল্প কথায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের একটি পদ্ধতি। সাধারণত একটি খুদেবার্তায় ১৬০টি ইংরেজি অক্ষর লেখা যায়। বাংলা ভাষায় Unicode ব্যবহারের কারণে এই সংখ্যা কমে প্রায় ৭০ অক্ষরে দাঁড়ায়। তাই বার্তাটি হতে হয় সরল, সুসংগঠিত ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী লেখা।

খুদেবার্তা হলো সেই মাধ্যম, যেখানে কণ্ঠস্বর, ছবি বা ভিডিও না থাকলেও ভাব প্রকাশ করা যায় শব্দের মাধ্যমে এবং এটি এত দ্রুত পৌঁছে যায় যে, প্রাপক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বার্তাটি পড়ে ফেলতে পারে। এই কারণে এটি শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং ব্যাবসায়িক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি দপ্তর এবং জরুরি পরিস্থিতিতেও বহুল ব্যবহৃত হয়।

খুদেবার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ– দুটিই মোবাইল ফোনের সাধারণ ফিচারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। কোনো ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও SMS পাঠানো যায়, যা একে আরও সহজলভ্য করে তুলেছে। এটি এমন এক প্রযুক্তি, যা সবচেয়ে সাধারণ ফোন থেকেও ব্যবহার করা যায়। তাই এর ব্যবহারিক গুরুত্ব এক কথায় অসামান্য।

এই মাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো– সংক্ষিপ্ততা ও সারসংক্ষেপ। কয়েকটি শব্দ বা বাক্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়, যা সময় ও খরচ– দুটোই বাঁচায়। দৈনন্দিন জীবনে যেমন 'আমি আসছি', 'কাল দেখা হবে', কিংবা 'আজ মিটিং বাতিল'-এর মতো ক্ষুদ্র অথচ দরকারি বার্তা পাঠানো হয়, তেমনি কর্পোরেট বা প্রশাসনিক স্তরেও ছোটো বার্তার মাধ্যমে বড়ো সিদ্ধান্ত পৌঁছে দেওয়া হয়।

SMS-এর পূর্ণরূপ ও সংজ্ঞা

SMS-এর পূর্ণরূপ:

SMS শব্দটি এসেছে ইংরেজি ভাষা থেকে, যার পূর্ণরূপ হলো: Short Message Service

বাংলায় অর্থ: সংক্ষিপ্ত বার্তা সেবা
এই নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি একটি এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা, যেখানে খুব সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট বার্তা পাঠানো হয়, সাধারণত মোবাইল ফোন বা ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে।

সংজ্ঞা (Definition):

SMS হলো এমন একটি প্রযুক্তিভিত্তিক বার্তা বিনিময়ের মাধ্যম, যার মাধ্যমে ১৬০ অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি পাঠ্য বার্তা মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একজন ব্যবহারকারীর মোবাইল থেকে আরেকজন ব্যবহারকারীর মোবাইলে পাঠানো যায়।
আরও সহজভাবে বললে, SMS হলো এমন একটি দ্রুত, সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা, যেখানে কোনো ছবি, ভিডিও বা ভয়েস নেই– শুধু লেখা (টেক্সট) বার্তা পাঠানো হয়।
এই পরিষেবা ব্যবহার করতে ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকেই এই সেবা নেওয়া যায়, যা একে আরও সহজলভ্য করে তুলেছে।

সংক্ষেপে কিছু মূল বৈশিষ্ট্য:

- বার্তার দৈর্ঘ্য: সাধারণত ১৬০ ইংরেজি অক্ষর (বাংলায় কম)
- প্রেরণ মাধ্যম: মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক
- বার্তার ধরন: কেবল লিখিত টেক্সট
- ইন্টারনেট ছাড়া কাজ করে
- ব্যবহার: ব্যক্তিগত, পেশাগত, প্রশাসনিক, বিজ্ঞাপনমূলক ইত্যাদি

এটি সেই মাধ্যম, যেখানে শব্দই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শব্দের মধ্য দিয়েই ভাব, তথ্য ও আবেগ পৌঁছে দেওয়া হয় প্রাপকের কাছে। এই সংক্ষিপ্ত বার্তা সেবার মাধ্যমে যোগাযোগের নতুন যুগ সূচিত হয়েছিল, যা এখনও আমাদের জীবনের প্রতিদিনের অংশ হয়ে আছে।

SMS-এর আবিষ্কার ও ইতিহাস

SMS (Short Message Service)– মোবাইল ফোনের সবচেয়ে প্রাথমিক, কিন্তু বিপ্লবী যোগাযোগের এক মাধ্যম। খুব সাধারণ মনে হলেও এর পেছনে রয়েছে এক চমৎকার ইতিহাস এবং প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ।

শুরুর পেছনের কাহিনি

SMS-এর ভাবনাটা আসে ১৯৮০-'র দশকের শুরুতে, যখন মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়ে ইউরোপজুড়ে গবেষণা চলছিল। তখন ইউরোপিয়ান টেলিকম কোম্পানিগুলো মিলে তৈরি করেছিল GSM (Global System for Mobile Communications) নামক একটি মোবাইল কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড।
GSM-এর জন্য একটি নতুন পরিষেবা দরকার ছিল, যাতে ছোটো ছোটো বার্তা পাঠানো যায়– মূলত নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত বার্তা (যেমন– ব্যালেন্স, রিমাইন্ডার ইত্যাদি)। এই ধারণা থেকেই জন্ম নেয় SMS, তবে এটি কেবল সিস্টেম বার্তার জন্য না থেকে ধীরে ধীরে মানুষের ব্যক্তিগত বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে উঠে।

কে প্রথম ভাবলেন?

SMS-এর পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান যাঁর, তিনি হলেন Friedhelm Hillebrand। তিনি তখন জার্মানির এক টেলিকম কোম্পানি Deutsche Telekom-এ কাজ করতেন এবং GSM স্ট্যান্ডার্ড তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলেন।
একদিন তিনি টাইপরাইটারে ইংরেজিতে ছোটো ছোটো বার্তা টাইপ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন– প্রায় সব প্রয়োজনীয় মেসেজই ১৬০ অক্ষরের মধ্যেই হয়ে যায়! তখন তিনি ধারণা দেন:
'আমরা যদি ১৬০ চরিত্রের একটা ছোটো বার্তা মোবাইল নেটওয়ার্কে পাঠাতে পারি, তাহলে সেটা কার্যকর ও সহজ হবে।'
এভাবেই জন্ম নেয় ১৬০ অক্ষরের সেই চিরচেনা SMS।

প্রথম এসএমএস পাঠানো হয় কবে?

বিশ্বের প্রথম SMS পাঠানো হয় ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।
এই বার্তাটি পাঠান ব্রিটেনের Neil Papworth, যিনি তখন Vodafone-এ কাজ করছিলেন।
তিনি একটি কম্পিউটার থেকে পাঠান এই ছোট্ট বার্তাটি: 'Merry Christmas'

এই বার্তাটি পৌঁছায় Vodafone-এর একজন ডিরেক্টর Richard Jarvis-এর হাতে থাকা Orbitel 901 ফোনে। এটা ছিল সেই সময়ের জন্য অবিশ্বাস্য ঘটনা– কেবল ১৬০ ক্যারেক্টার অথচ মানুষের সাথে মানুষের হৃদয়ের সংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে।

এরপর SMS কিভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে?

প্রথম দিকে SMS ছিল শুধু পাঠানোর একতরফা মাধ্যম– মোবাইল থেকে মোবাইলে মেসেজ পাঠানো যেত না।
তবে ১৯৯৩ সালের দিকে Nokia প্রথম একটি মোবাইল তৈরি করে, যেখানে SMS পাঠানো এবং গ্রহণ দুটোই সম্ভব ছিল। এই সময় থেকেই SMS-এর ব্যবহার বাড়তে থাকে।
১৯৯৯ সালের দিকে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটররা একে অপরের নেটওয়ার্কে SMS আদান-প্রদান করার সুযোগ করে দিলে SMS আসল জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছায়। মানুষ তখন একে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এক ধরনের ডিজিটাল চিঠি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে।

SMS কীভাবে পালটে দিল আমাদের যোগাযোগের ধরন

SMS শুধু একটা প্রযুক্তি নয়– এটি একটি সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। আজ আমরা যেভাবে ঝটপট ছোটো বার্তা পাঠাতে অভ্যস্ত, তার ভিত্তিটা গড়ে দিয়েছিল এই ছোট্ট ১৬০ অক্ষরের বার্তাগুলো।

কথার ধরন বদলে গেল!

SMS-এর আগে যোগাযোগ মানেই ছিল ফোন কল বা চিঠি– দুইটাই সময়সাপেক্ষ, সিরিয়াস আর অনেকক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক। কিন্তু SMS নিয়ে এলো এক নতুন ধারা:

- **সংক্ষিপ্ত বার্তা, তবু অর্থবহ:** 'আসতেছি', 'ok', 'busy now', 'miss u'– এসব ছোটো বার্তা দিয়ে মানুষ দ্রুত ভাব প্রকাশ করতে শিখল।
- **অফিশিয়াল না হয়েও জরুরি:** চাকরির ইন্টারভিউয়ের কনফার্মেশন, ব্যাংকের নোটিফিকেশন, ডেলিভারি স্ট্যাটাস– সবকিছুতেই SMS ব্যবহার শুরু হলো।

যোগাযোগের গতি বাড়ল কয়েকগুণ!

SMS-এর আগের যুগে কাউকে কিছু বলতে চাইলে ফোন করতে হতো– তার ফোন রিসিভ করতে হবে, সময় থাকতে হবে।
কিন্তু SMS আসার পর: বার্তা পাঠাও। সে যখন সময় পাবে, পড়বে। আর তখনই যোগাযোগ সম্পন্ন!
এই অ্যাসিনক্রোনাস (অর্থাৎ, দুজনকে একসাথে অনলাইনে থাকতে হয় না) পদ্ধতিই যোগাযোগের রীতিতে বিপ্লব এনেছে।

নতুন ভাষা ও স্টাইলের জন্ম

SMS-এর অক্ষরসীমা ছিল মাত্র ১৬০, তাই মানুষ নিজেই ভাষা ছোটো করতে শুরু করল।
এভাবে জন্ম নিল:

- 'txt' = text
- 'u' = you
- 'brb' = be right back
- 'lol', 'omg', 'ttyl'– এসব সংক্ষিপ্ত রূপ SMS থেকেই জনপ্রিয় হয়!

এমনকি ইমোজি ব্যবহারের ধারণাটি SMS থেকেই এসেছে। ???, ???, ❤– এগুলোর পূর্বসূরি ছিল :–), :P, :–(এসব টেক্সট ইমোটিকন।

মানুষের অভ্যাস বদলে দিল

SMS আমাদের কিছু অদ্ভুত নতুন অভ্যাস তৈরি করে দেয়:

- 'চেক করি কেউ ম্যাসেজ পাঠালো কি না'– এই মানসিকতা বহু মানুষকে ফ্রিকোয়েন্ট ফোন চেকারে পরিণত করেছিল।
- 'Seen-zoned' অনুভূতি– যদিও সেটা এখন চ্যাট অ্যাপে দেখা যায়, কিন্তু SMS-এও কেউ রিপ্লাই না দিলে মন খারাপ হতো!
- 'নতুন বছরের শুভেচ্ছা' একসাথে শতজনকে পাঠানো– এটি এক সময়ের ট্রেন্ড ছিল!

শিক্ষার্থীদের মধ্যে গোপন কথোপকথনের মাধ্যম

একটা সময় ছিল, যখন স্কুল-কলেজে ক্লাস চলাকালীন ফিসফিস না করে SMS-এ কথা চালিয়ে যাওয়া হতো! ডায়েরিতে লেখা নয়, 'mobile inbox'-ই ছিল অনেক প্রেমের গল্পের সাক্ষী।

এতক্ষণে বুঝতেই পারছ, SMS আসলে একটি প্রযুক্তি নয়– এটি একটি যুগ। একটি ছোট্ট প্রযুক্তি, কিন্তু তা মানুষের চিন্তা, কথা বলা, সময় বাঁচানো, যোগাযোগ– সবকিছুকে রীতিমতো বদলে দিয়েছিল।

SMS থেকে জন্ম নেওয়া প্রযুক্তির ধারা: নতুন যুগের সূচনা

SMS যেমন একটি মৌলিক প্রযুক্তি ছিল, ঠিক তেমনি এটিই আবার আধুনিক মেসেজিং অ্যাপগুলোর মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে। আজকের WhatsApp, Messenger, Telegram– সবকিছুর পিছনে মূল অনুপ্রেরণা ছিল এই ১৬০ অক্ষরের বার্তা!

১. **SMS থেকে WhatsApp: বুদ্ধিদীপ্ত বিবর্তন**

২০১০ সালের আশেপাশে WhatsApp বাজারে আসার সময় মানুষ SMS-এ অনেক সীমাবদ্ধতা অনুভব করছিল:

- বার্তার দৈর্ঘ্য সীমিত
- ছবি, ভিডিও, ফাইল পাঠানো যায় না
- খরচ বেশি (প্রতি SMS-এর জন্য টাকা লাগত)
- আন্তর্জাতিক SMS খুবই ব্যয়বহুল

WhatsApp ঠিক সেই জায়গাগুলোতেই সুবিধা নিয়ে আসে:

- ইন্টারনেট-ভিত্তিক বার্তা বিনিময়
- ইমোজি, ফটো, ভয়েস মেসেজ, স্টিকার
- গ্রুপ চ্যাট সিস্টেম
- রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস (Seen, Delivered, Typing...)

অথচ, গঠনগতভাবে WhatsApp-এর প্রথম ভার্সনটাও ছিল SMS-এর ডিজাইনেই অনুপ্রাণিত– ছোট্ট, দ্রুত বার্তা পাঠানো ও গ্রহণ।

২. **Facebook Messenger: 'চ্যাট' সংস্কৃতির আবির্ভাব**

SMS-এর মত ছোটো বার্তার চাহিদা থেকেই Facebook-এ মেসেজিং ফিচার যুক্ত হয়।

পরে সেটি আলাদা অ্যাপে পরিণত হয়ে হয় Messenger– যা SMS-এর মতই quick interaction-এর জায়গা হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে SMS-এর আরও উন্নত রূপ দেখা যায়:

- ইনবিল্ট GIF, রিঅ্যাকশন, থিম, বট
- ভয়েস ও ভিডিও কল
- ব্যবসায়িক চ্যাটিং (পেজ থেকে কাস্টমার সার্ভিস)

৩. **ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপস– Telegram, Viber, Signal**

এসব অ্যাপ মূলত SMS-এর ৩টি সীমাবদ্ধতাকে দূর করেছিল:

১. নিরাপত্তা (End-to-End Encryption)
২. মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট
৩. ফ্রি, আনলিমিটেড বার্তা বিনিময়

Telegram-এর Self-destruct message বা Signal-এর নিরাপদ চ্যাটিং– এসব ফিচারের মূল চিন্তাই এসেছে:
'SMS-এর মত দ্রুত, কিন্তু আরও স্মার্ট, আরও সুরক্ষিত কিছু বানানো যায় না?'

৪. **চ্যাটবট ও অটোমেটেড সিস্টেম– SMS ছিল অনুপ্রেরণা**

SMS-এর মাধ্যমে যখন ব্যাংক, মোবাইল কোম্পানি, হাসপাতাল বা ই-কমার্স কোম্পানি মেসেজ পাঠাত তখনই একটা ধারণা আসে:

'যদি এই জবাবগুলা মানুষ ছাড়াই দেওয়া যেত?'

এভাবেই আসে অটোমেটেড SMS সিস্টেম, আর তার থেকে জন্ম নেয় চ্যাটবট।

আজকের দিনে যেসব চ্যাটবট আমরা ওয়েবসাইট বা WhatsApp-এ দেখি, তার মূল ভাবনা এসেছিল সেই SMS নোটিফিকেশন বা কাস্টমার কেয়ার রিপ্লাই থেকে।

৫. **ভাষা বিশ্লেষণ ও Natural Language Understanding**

SMS-এ লেখার সময় মানুষ যেভাবে ভুল বানান, সংক্ষিপ্ত শব্দ (jst, u, gr8) ব্যবহার করত, সেটি গবেষকদের বাধ্য করেছিল কমপ্লেক্স ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং তৈরি করতে।

এভাবেই NLP (Natural Language Processing)-এর অনেক শাখা গড়ে ওঠে।

এই NLP-ই পরে ChatGPT বা Siri, Alexa, Google Assistant-এর মত স্মার্ট সিস্টেমের ভিত তৈরি করে।

SMS তো একটা দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই দরজা দিয়েই একে একে জন্ম নিয়েছে স্মার্ট মেসেজিং, চ্যাটবট, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমনকি AI conversation সিস্টেম।

এক কথায়, SMS ছিল spark, বাকিগুলো ছিল আগুন।

SMS-এর প্রাথমিক ব্যবহার: একরকম পরীক্ষামূলক থেকে বিপ্লবের সূচনা

প্রথম দিকের SMS-এর ব্যবহার ছিল অনেকটাই সীমিত এবং ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। তখনকার মানুষ কল্পনাও করেনি এই ছোট্ট বার্তাটি একদিন যোগাযোগের এত বড়ো মাধ্যম হয়ে উঠবে।

১. **নেটওয়ার্ক-নির্ভর টেস্টিং টুল হিসেবে**

প্রথম যেসব প্রকৌশলী SMS-এর ডিজাইন করেছিলেন, তারা মূলত এটিকে ভেবেছিলেন মোবাইল অপারেটরদের জন্য একটি নেটওয়ার্ক টুল হিসেবে। GSM-এর ভেতর ছোট্ট বার্তা দিয়ে বিভিন্ন সিস্টেম টেস্ট, আপডেট বা নোটিফিকেশন পাঠানোর দরকার ছিল। তাই শুরুতে SMS ব্যবহৃত হতো–

- টাওয়ার বা নেটওয়ার্কের অবস্থা জানাতে
- ব্যাকএন্ড টেস্টিংয়ে
- সিস্টেম মেসেজ পাঠাতে (যেমন– roaming চালু আছে কিনা)

২. **মোবাইল ফোনে একতরফা বার্তা পাঠানো**

প্রথম SMS পাঠানো হয়েছিল ১৯৯২ সালে, কম্পিউটার থেকে ফোনে। মোবাইল থেকে মোবাইলে বার্তা পাঠানোর সুযোগ তখন ছিল না।

শুধু অপারেটররা ব্যবহার করত:

- সেবার আপডেট পাঠাতে
- রিচার্জ নোটিফিকেশন
- ব্যালেন্স সতর্কতা

তখনকার ফোনে inbox ফিচার ছিল না, বা থাকলেও খুব সীমিত। অনেকেই জানতই না কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয়।

৩. **ধীরে ধীরে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম**

১৯৯৩ সালের দিকে Nokia প্রথম ফোন তৈরি করে, যেটি দিয়ে SMS পাঠানো ও গ্রহণ দুটোই সম্ভব। তখন ধীরে ধীরে ব্যবহারকারীরা আবিষ্কার করল:

'আরে! ফোন না করে আমি তো এভাবেও কাউকে কিছু বলতে পারি!'

এটা ছিল একরকম রেভলশন!

প্রথম দিকের SMS ব্যবহারের কিছু সাধারণ উদাহরণ:

- 'বাসে উঠেছি'
- 'ঠিক সময় আসিস'
- 'আজ দেখা হবে?'
- 'ক্লাস ফাঁকি দিবি?'

সামাজিক ব্যবহারের সূচনা এখান থেকেই।

৪. **ব্যাবসায়িক যোগাযোগের যাত্রা শুরু**

প্রথম দিকে কিছু ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান এই প্রযুক্তির সম্ভাবনা ধরতে শুরু করল। তখন থেকে শুরু হলো:

- ফার্মেসি থেকে ওষুধ প্রস্তুত– রিমাইন্ডার পাঠানো
- ব্যাংক থেকে ব্যালেন্স অ্যালার্ট
- কুরিয়ার থেকে ডেলিভারি স্ট্যাটাস

NABARUN PUBLICATION

- ট্রেন/ফ্লাইট শেডিউল পাঠানো

তখনকার দিনে এসব মেসেজ একরকম স্মার্ট সার্ভিস হিসেবে দেখা হতো।

৫. **সীমাবদ্ধতার মাঝেও জনপ্রিয়তা পাওয়া**

SMS-এর প্রথম দিকের বড়ো সীমাবদ্ধতা ছিল:

- প্রতি মেসেজে টাকা কাটা হতো (অনেক দেশে খুব ব্যয়বহুল ছিল)
- ১৬০ অক্ষরের বেশি লেখা যেত না
- ছবি বা মিডিয়া পাঠানো যেত না

তবু, এটাই ছিল সবচেয়ে চুপিসারে, কম খরচে, নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ মাধ্যম। কারণ ফোন না ধরলেও মেসেজ থাকে, আর সেটা পড়া যায় সুবিধামতো সময়ে।

সংক্ষেপে বলা যায়:

SMS-এর প্রাথমিক ব্যবহার ছিল:

- সিস্টেম ও অপারেটর-ভিত্তিক
- পরে ব্যক্তিগত সংক্ষিপ্ত বার্তা
- তারপর বাণিজ্যিক নোটিফিকেশন ও অ্যালার্ট

আর এই ব্যবহারগুলোই paved the way (পথ তৈরি করেছিল) -এর বৃহত্তর প্রসারের জন্য।

SMS-এর আধুনিক ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা

যদিও এখন WhatsApp, Messenger, Telegram-এর যুগ চলছে, তবুও SMS হারিয়ে যায়নি, বরং নিজেকে নতুন রূপে, নতুন জায়গায় মজবুতভাবে টিকিয়ে রেখেছে। আধুনিক যুগে SMS-এর ব্যবহার একদম আলাদা স্কেলে পৌঁছেছে– হয়তো ব্যক্তিগত চ্যাটের জায়গায় নেই, কিন্তু সার্ভিস, নিরাপত্তা আর কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে এখনো এটিই অনেক ক্ষেত্রে সবার আগে।

আধুনিক যুগে SMS কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়?

১. **ব্যাংকিং ও ফিনান্স:**

SMS এখন মূলত নিরাপত্তা ও তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ব্যবহার হয় ব্যাংকিং খাতে। যেমন–

- লেনদেন কনফার্মেশন
- OTP (One-Time Password)
- ইনভেস্টমেন্ট স্ট্যাটাস

অনেক ক্ষেত্রে, এই SMS-ই হয় লেন-দেনের প্রমাণপত্র।

২. **সিকিউরিটি ও ভেরিফিকেশন:**

অনেক অ্যাপ, ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল পরিষেবা এখনও SMS দিয়ে দুই স্তরের নিরাপত্তা (Two-Factor Authentication) চালায়।

যেমন–

- Facebook, Gmail, Instagram-এ লগইনের সময়
- Online Payment
- Password Reset করার সময়

এগুলোতে OTP পাঠানো হয় SMS-এর মাধ্যমে। কারণ এটি বিশ্বস্ত, অফলাইনেও পৌঁছে যায় এবং তুলনামূলকভাবে হ্যাকিং-প্রবণ নয়।

৩. **ই-কমার্স ও ডেলিভারি সার্ভিস:**

যে কোনো অর্ডার করলেই আপনি একটি SMS পান, তাই না?

- Order Confirmation
- Shipment Status
- Delivery OTP

NABARUN PUBLICATION

- Feedback Link

SMS এখানে কাজ করে 'real-time ট্র্যাকিং'-এর মাধ্যম হিসেবে।

৪. রিমাইন্ডার ও অটোমেটেড সার্ভিস:

হাসপাতাল, স্কুল, কোচিং, গাড়ির সার্ভিসিং সেন্টার– এখন সবাই ব্যবহার করে SMS রিমাইন্ডার:

- অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিমাইন্ডার
- ক্লাস বা পরীক্ষা সংক্রান্ত বার্তা
- ইভেন্ট আপডেট

এই ফিচারগুলো এখন SMS গেটওয়ে API-এর মাধ্যমে অটোমেটেড হয়, যা ERP বা ওয়েব সিস্টেম থেকে চালিত হয়।

৫. সরকার ও জরুরি বার্তা:

বিশ্বজুড়ে সরকার ও বিভিন্ন জরুরি সেবা SMS ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়:

- আবহাওয়ার সতর্কতা (Storm Alert)
- জরুরি নোটিশ (Lockdown, Election Info)
- ভ্যাকসিন স্লট, স্বাস্থ্যসেবা নোটিফিকেশন
- নাগরিক পরিষেবার অগ্রগতি (e.g., NID, Passport status)

এগুলোতে SMS ব্যবহারের বড়ো কারণ হলো–

সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী ও সবচেয়ে বেশি নাগাল-সম্পন্ন মাধ্যম।

৬. মার্কেটিং ও প্রচার:

SMS এখন বড়ো বড়ো ব্র্যান্ড, ই-কমার্স, রেস্টুরেন্ট, এমনকি ছোটো ব্যাবসার জন্যও অন্যতম বিপণন মাধ্যম:

- ডিসকাউন্ট অফার
- কুপন কোড
- ফ্ল্যাশ সেল
- কাস্টমার সার্ভে

এগুলোকে বলে Bulk SMS Marketing এবং আজকের দিনে এটি একটি পুরোদস্তুর শিল্প।

SMS-এর জনপ্রিয়তা টিকে থাকার কারণ:

১. ইন্টারনেট ছাড়াও চলে
২. সব ফোনে চলে– স্মার্টফোন না হলেও
৩. বাল্ক পাঠানো সহজ এবং সস্তা
৪. সরকারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য
৫. বিপণনের জন্য বিশ্বস্ত মাধ্যম

এ কারণেই SMS এখন নতুন প্রজন্মের যোগাযোগের নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক ও সিস্টেমিক কমিউনিকেশনের জন্য অপরিহার্য।

একটি ছোট্ট তুলনা:

ব্যবহার SMS WhatsApp/Messenger

OTP & Verification	নিয়মিত	সীমিত, ইন্টারনেট দরকার
ব্যাংকিং অ্যালার্ট	রিয়েল টাইম	ব্যবহৃত হয় না
গ্রাহক রিমাইন্ডার	সবখানে চালু	নির্ভরযোগ্য নয়
পার্সোনাল চ্যাট	কমে গেছে	আধুনিক যুগে জনপ্রিয়

খুদেবার্তার প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ, SMS-এর বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

যদিও SMS দেখতে ছোটো, কিন্তু এর ভূমিকা বিশাল। একটা সময় ছিল, যখন 'খুদেবার্তা' ছিল কেবল যোগাযোগের নতুন মাধ্যম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে SMS হয়ে উঠেছে নিত্যপ্রয়োজনীয়, নির্ভরযোগ্য আর বহুমাত্রিক একটি টুল।
এবার ধাপে ধাপে দেখে নিই, আসলে কেন SMS এতটা প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে এখনকার যুগেও।

১. তথ্য আদান-প্রদানের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম

SMS এমন একটি টুল, যেটি–

- ইন্টারনেট ছাড়াই চলে
- যে কোনো মোবাইল ফোনে চলে (বাটন ফোনেও!)
- পাঠাতে খরচ কম, সময়ও লাগে না
- পড়তে বা দেখতে কোনো অ্যাপ লাগে না

এই সরলতা ও সর্বজনগ্রাহ্যতা SMS-কে করে তুলেছে সবচেয়ে অ্যাক্সেসিবল যোগাযোগ মাধ্যম।

২. জরুরি বার্তা দ্রুত পৌঁছায়

SMS এখনও ব্যবহৃত হয় যখন:

- ইন্টারনেট থাকে না
- ঝড়, বন্যা, মহামারির মতো জরুরি পরিস্থিতি
- দুর্যোগ সতর্কতা (সাইক্লোন, ভূমিকম্প ইত্যাদি)
- হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবার তথ্য দ্রুত জানাতে হয়

এখানে SMS-এর ভূমিকা হয় লাইফলাইন-এর মতো; ইন্টারনেট-নির্ভর মাধ্যমগুলো ব্যর্থ হলেও SMS পৌঁছে যায়!

৩. সুরক্ষা ও পরিচয় নিশ্চিতকরণে অপরিহার্য

অনলাইন নিরাপত্তা বা ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে SMS ব্যবহৃত হয়–

- OTP (One-Time Password)
- Two-Factor Authentication
- Device Login Confirmation
- Account Recovery

এটি একটি প্রাথমিক নিরাপত্তা স্তর, যেটি ছাড়া অনেক অ্যাকাউন্ট খোলাই সম্ভব হয় না।

৪. আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে

SMS এখন একটি আর্থিক ট্রান্সপারেন্সি টুল– মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম, ক্রেডিট কার্ড, bKash/Nagad ব্যবহারের পর সঙ্গে সঙ্গে একটি খুদে বার্তা পান।

- ট্যানজ্যাকশন কনফার্মেশন
- ব্যালেন্স আপডেট
- ফ্রড ডিটেকশন অ্যালার্ট

এগুলো মানুষকে আর্থিক সিদ্ধান্তে সতর্ক করে তোলে।

৫. ক্রেতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখতে

ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলো SMS ব্যবহার করে–

- অর্ডার কনফার্মেশন
- প্রোডাক্ট শিপমেন্ট স্ট্যাটাস
- রেটিং/রিভিউ অনুরোধ
- ডিসকাউন্ট অফার বা কুপন পাঠাতে

SMS এখানে কাজ করে ব্যাবসা আর ক্রেতার মধ্যে নিরব, কিন্তু শক্তিশালী সেতুবন্ধন হিসেবে।

৬. রিমাইন্ডার, ক্যালেন্ডার ও সময়মতো স্মরণ করিয়ে দিতে

SMS ব্যবহার করা হয়:

- অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিমাইন্ডার
- স্কুল/কলেজের ক্লাস বা পরীক্ষার সময়সূচি
- গাড়ি সার্ভিসিং বা মেডিকেল চেক-আপ স্মরণ করিয়ে দিতে

এগুলো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সময় ব্যবস্থাপনায় দারুণ কার্যকর।

৭. প্রযুক্তিতে অপ্রযুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে

অনেক প্রবীণ মানুষ বা প্রযুক্তি-অপরিচিত জনগোষ্ঠী এখনও স্মার্টফোন বা অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন না। তাদের জন্য:

- ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন
- সরকারি পরিষেবা আপডেট
- রেশন কার্ড, কৃষি সহায়তা ইত্যাদি

এসব SMS-এর মাধ্যমে জানানো হলে তারা খুব সহজে সেগুলো বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারেন।
SMS তাই ডিজিটাল বিভাজন (digital divide) কমানোর এক কার্যকরী মাধ্যম।

সংক্ষেপে বললে:

SMS-এর প্রয়োজনীয়তা এতটা বেশি কারণ এটি সবচেয়ে সহজ, সর্বজনীন ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ মাধ্যম, যা ইন্টারনেট ছাড়াও কাজ করে, যে কেউ ব্যবহার করতে পারে এবং জীবনের বহু জরুরি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত।

SMS-এর সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুরুত্ব

আমরা এতক্ষণ যেভাবে প্রযুক্তি, নিরাপত্তা, ব্যাবসা এসব নিয়ে আলোচনা করেছি, ঠিক তার পাশাপাশি SMS কিন্তু আমাদের সমাজ আর ব্যক্তিজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল– বিশেষত ৯০-এর শেষভাগ থেকে ২০১০-এর শুরুর দশক পর্যন্ত। তখন SMS ছিল একটি সংবেদনশীল, আবেগময় এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যম।
এবার একে একে দেখি কীভাবে SMS মানুষের জীবনে মানে তৈরি করেছিল।

১. সামাজিক সম্পর্কের নতুন রূপ

SMS মানুষকে শিখিয়েছে, 'সব কথা মুখে না বলেও বলা যায়।'
সেই সময়টায়:

- কেউ ক্লাসে থাকলে ফোন করা যেত না, একটা ছোট্ট SMS-ই হত 'Lunch e dekha hobe?'
- কেউ দূরে থাকলে ফোনে দেখা না হলেও 'Miss u' টাইপের খুদেবার্তা দিতেই সম্পর্ক জিইয়ে থাকত।
- প্রেমের প্রথম 'proposal' অনেক সময় হতো একটাই মেসেজে: 'I like u...' ❤

SMS দিয়ে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, দুঃখ, রাগ– সব অনুভূতিই প্রকাশ হতো খুব সংক্ষেপে, কিন্তু গভীরভাবে।

২. ভালোবাসার 'Inbox যুগ'

যাদের কৈশোর আর তারুণ্য কেটেছে ২০০০–২০১০ সময়কালে, তারা জানে 'মোবাইল ইনবক্স' কতটা গোপন আর মূল্যবান জিনিস ছিল!

- মেসেজ গোপনে রাখা, আবার রাত্রে বারবার পড়া
- নতুন মেসেজ এলেই হৃদস্পন্দন বেড়ে যেত
- খারাপ সময়ে শুধু একটি 'সব ঠিক হয়ে যাবে' টাইপ মেসেজই ভরসা দিত

আজকের হাই-স্পিড চ্যাটের যুগেও সেই খুদেবার্তার আবেগ ছিল নিঃসন্দেহে গভীর ও আন্তরিক।

৩. বিচ্ছেদ, ভুল বোঝাবুঝি আর ক্ষমার মাধ্যমও ছিল

SMS-ই ছিল একদম ব্যক্তিগত, চোখের আড়ালে থাকা একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। তাই–

- অনেকের শেষ ক্ষমা চাওয়াও হতো এক মেসেজে
- কষ্টের সময় কেউ হয়তো লিখে দিত:

'Sorry, I was wrong.'
কিংবা 'তোর অভাব খুব টের পাচ্ছি...'

এগুলো ছিল একেকটা ছোট্ট বার্তা, কিন্তু জীবনের মোড় ঘোরানো কথাগুলো।

৪. বন্ধুত্ব ও ক্যাম্পাস– সংস্কৃতির এক অংশ

স্কুল বা কলেজ লাইফে SMS ছিল:

- গ্রুপ স্টাডির বার্তা
- কলেজ ইভেন্টের মেমো
- 'স্যার ক্লাস নেবেন না' টাইপ গুজব ছড়ানোর মাধ্যম

একেকটা SMS মানেই ছিল বন্ধুদের মাঝে ছোট্ট হাসির কারণ, পরিকল্পনার সূচনা বা হুট করে কোথাও বের হয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

৫. প্রজন্মের সংযোগের ব্রিজ

SMS এমন এক মাধ্যম, যেখানে বাবা-মা, সন্তান, ভাই-বোন– সবাই যোগাযোগ করতে পারত।

- মা হয়তো লিখতেন: 'বাসায় এসো সময়মতো'
- ভাই দিত 'Dinner ready'
- সন্তান জানাত 'Exam ভালো হয়েছে'

এই ছোটো ছোটো বার্তাগুলো সম্পর্কের মাঝে আন্তরিকতা ও যত্ন গড়ে তুলত।

৬. সমাজে সচেতনতা তৈরিতেও SMS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে

SMS ব্যবহার করা হয়েছে:

- স্বাস্থ্যবিধি প্রচারে (যেমন– COVID সময়ে মাস্ক ব্যবহারের বার্তা)
- নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে
- ভোটার তথ্য জানাতে
- শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ তথ্য জানাতে

এভাবে SMS শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক উন্নয়নেও অবদান রেখেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়:

SMS ছিল শুধু প্রযুক্তি নয়, এটা ছিল সম্পর্ক, আবেগ আর সংযোগের এক নিঃশব্দ ভাষা।

আজ হয়তো আমাদের ইনবক্স ভর্তি WhatsApp, Messenger, Snapchat-এর চ্যাটে। তবু একটা সময় ছিল, যখন একটি মাত্র '1 New Message'-ই বদলে দিত পুরো মুড, পুরো দিন, কখনো কখনো পুরো জীবন।

SMS লেখার মূল উদ্দেশ্য

SMS লেখার পেছনে সবসময় একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। কারণ বার্তাটি খুবই সংক্ষিপ্ত, সীমিত অক্ষরের মধ্যে আবদ্ধ (সাধারণত ১৬০ অক্ষর)। তাই এতে অপ্রয়োজনীয় কিছু বলা চলে না, আর যা বলব, সেটা যেন সঠিকভাবে বোঝায়, সেটাই আসল।

তাহলে SMS লেখার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো কী?

১. দ্রুত তথ্য পাঠানো

SMS-ই একমাত্র মাধ্যম, যেখানে আপনি এক মুহূর্তে কিছু বললেন, আর অন্যজন সেটা বিনা ঝামেলায়, সরাসরি পেয়ে গেল। উদাহরণ:

'রাত ৮টায় দেখা হবে।'

'টাকা পাঠিয়েছি। কনফার্ম করো।'

২. কোনো কাজের স্মরণ করিয়ে দেওয়া

SMS ব্যবহার হয় রিমাইন্ডার হিসেবে। উদাহরণ:

'আপনার ডেন্টাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগামীকাল সকাল ১০টায়।'

'আজই আপনার ফরম জমা দেওয়ার শেষ দিন।'

৩. ছোটো কিন্তু গভীর বার্তা দেওয়া

SMS হালকা চ্যাট নয়– এটা অনেক সময় খুবই মর্মস্পর্শী বা গুরুত্বপূর্ণ কথার বাহক হয়। উদাহরণ:
'ভালো থেকো, সবসময় পাশে আছি।'
'আজ তোমার কথা খুব মনে পড়ছে।'

৪. ব্যাবসায়িক বা প্রতিষ্ঠানের বার্তা পৌঁছে দেওয়া

SMS ব্যবহার হয় অফিশিয়াল উদ্দেশে:

- OTP
- বিল রিমাইন্ডার
- অফার ও ডিসকাউন্ট
- সার্ভিস ফিডব্যাক রিকোয়েস্ট

এক কথায়, SMS-এর মূল উদ্দেশ্য হলো:
কম কথায় বেশি কিছু বলা– পরিষ্কার, তাৎক্ষণিক, আর দরকারি ভাবে।

একটি ভালো SMS লেখার উপায়

তুমি যদি চাও একটি SMS পাঠাতে, চাইলেই তো পাঠানো যায়!
তবে 'ভালো' SMS পাঠানো মানে হলো–
যা পাঠিয়েছ, তা যেন পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত এবং প্রভাব তৈরি করে।
এজন্য নিচের দিকগুলো খেয়াল রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ:

১. বার্তাটি সংক্ষেপে লেখো

SMS-এর সবচেয়ে বড়ো গুণ। এটি ক্লিয়ার এবং কনসাইজ (সংক্ষিপ্ত)। তাই:

- অপ্রয়োজনীয় কথা এড়িয়ে চলো
- পয়েন্টে যাও
- একদম দরকারি কথাটুকু বলো

খারাপ: 'আমি বলতে চাচ্ছি যে, আজকের দিনের আবহাওয়া খুব খারাপ, তাই আমি হয়তো আসতে পারব না।'
ভালো: 'আবহাওয়া খারাপ, আজ আসতে পারব না।'

২. উদ্দেশ্য স্পষ্ট করো

বার্তাটি কেন পাঠাচ্ছ, সেটা যেন প্রথমেই বোঝা যায়। উদাহরণ:

- 'আপনার অর্ডার কনফার্ম হয়েছে।'
- 'দয়া করে আজকের মধ্যে বিল পরিশোধ করুন।'

৩. তারিখ ও সময় দিলে নির্দিষ্টভাবে দাও

যেমন–
'কাল দেখা হবে'– বিভ্রান্তিকর
'বুধবার দুপুর ২টায় দেখা হবে'– স্পষ্ট

৪. প্রয়োজনে Action শব্দ ব্যবহার করো

যেমন–

- 'দয়া করে কল করুন'
- 'YES লিখে রিপ্লাই দিন'
- 'ভোট দিতে ভুলবেন না'

NABARUN PUBLICATION

এতে প্রাপক জানবে এখন কী করতে হবে।

৫. ভদ্র ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করো

মনে রেখো, SMS ছোটো হলেও, সৌজন্য রাখাটা বড়ো গুণ।

যেমন–

- 'ধন্যবাদ'
- 'দয়া করে'
- 'আশা করি ভালো আছেন'

এগুলো বার্তার টোনকে অনেক বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ করে তোলে।

Bonus Tips:

বিষয়	করো	এড়াও
ভাষা	সহজ, পরিচিত	জটিল শব্দ বা কঠিন বানান
টোন	সদয়, পজিটিভ	রাগী, ধমক-ধমক
বানান	ঠিক রাখো	'ভুল বানান' মানুষের নজরে পড়ে
দীর্ঘতা	ছোটো রাখো	বড়ো লেখায় পয়েন্ট হারিয়ে যায়

একটি ভালো SMS-এর উদাহরণ:

'শুভ সকাল! আজ বিকেল ৫টায় আপনার অর্ডার ডেলিভারি হবে। প্রয়োজনে ০১৭... নম্বরে কল করুন। ধন্যবাদ। '

সংক্ষেপে:

একটি ভালো SMS মানে:

- সংক্ষিপ্ত
- স্পষ্ট উদ্দেশ্য
- ভদ্র ও প্রাঞ্জল ভাষা
- প্রয়োজনীয় তথ্য যথাযথভাবে থাকা
- প্রাপক যেন বার্তাটি পড়েই বুঝে যান, এখন তাকে কী করতে হবে

SMS-এর ভাষা ও শব্দচয়ন

(কীভাবে SMS গড়ে তুলেছিল শর্টফর্ম, স্মার্টফর্ম আর 'text slang'-এর পুরো এক জগৎ)

শুরুটা হয় সমস্যা থেকে...

প্রথম দিকের মোবাইলে:

- কীবোর্ড ছিল না, শুধু বাটন (abc, def...)
- এক মেসেজে সীমাবদ্ধ অক্ষর (মাত্র ১৬০ ক্যারেক্টার)
- টাইপ করতে সময় লাগত প্রচুর
- খরচ ছিল প্রতিটি মেসেজে

তাই মানুষ চাইল কম শব্দে বেশি কিছু বলতে। এভাবেই জন্ম নেয় এক অভিনব ভাষা– SMS Language!

সংক্ষিপ্ত লেখার ৫টি প্রধান কৌশল:

১. **শব্দ ছোটো করে ফেলা (Abbreviation)**

বড়ো শব্দ → ছোটো করে সহজ বানিয়ে ফেলা।

মূল শব্দ	সংক্ষিপ্ত রূপ
because	bcz / cuz
people	ppl
tomorrow	tmrw
message	msg

এক লাইনে অনেক কিছু বলে ফেলার কৌশল!

২. **সংখ্যা ব্যবহার করে উচ্চারণ প্রকাশ (Text Speak)**

সংখ্যা দিয়ে শব্দের উচ্চারণ বোঝানো হত।

মূল শব্দ	শর্টফর্ম
great	gr8
later	l8r
mate	m8
before	b4
tonight	2nite
to you	2u

উদাহরণ: C u @ 8 2nite = See you at 8 tonight

এটি ছিল যেন এক ধরনের 'ডিজিটাল শর্টহ্যান্ড'।

৩. **এক শব্দের জায়গায় এক বর্ণ বা ধ্বনি ব্যবহার**

শব্দ	শর্টফর্ম
you	u
are	r
okay	k
why	y
see	c

উদাহরণ: y r u late? = Why are you late?

৪. **ইমোশন বোঝাতে ছোট্ট কোড / Emoticons**

ইমোজি তখন ছিল না, তাই সিম্বল দিয়েই মনের ভাব প্রকাশ করা হতো:

মুড/অভিব্যক্তি	কোড
হাসি	:)
দুঃখ	:(
চোখ মারা	;)
অবাক	:o
রাগ	>:(

এগুলো তখন text-based emoji বলা যেত– pure creativity!

৫. নতুন নতুন সংক্ষিপ্ত শব্দ বা চ্যাট শর্টফর্ম

অনেক শব্দ তৈরি হয়েছিল শুধু চ্যাটিং বা SMS-এর জন্য, যেগুলো আজও ব্যবহার হয়!

শর্টফর্ম	অর্থ
LOL	Laughing Out Loud
TTYL	Talk To You Later
BRB	Be Right Back
OMG	Oh My God
BTW	By The Way
IDK	I Don't Know
ROFL	Rolling On Floor Laughing
IMO/IMHO	In My Opinion / In My Humble Opinion

আজকের অনেক ইন্টারনেট ভাষা আসলে SMS থেকে এসেই evolved হয়েছে!

বাংলা ভাষায় SMS স্টাইল:

বাংলা ভাষাতেও SMS নিয়ে এসেছে একটা ভিন্নমাত্রার সংস্কৃতি।

পুরো বাক্য	শর্টফর্ম ভঙ্গি
তুমি কেমন আছ?	tumi kmn acho?
আজ দেখা হবে, ঠিক আছে?	aj dekha hbe, thik ace?
ভালো থেকো, দেখা হবে পরে	bhalo theko, dekha hbe pore

ইংরেজি বর্ণে বাংলা লিখে SMS করার প্রবণতাও শুরু হয়েছিল SMS যুগ থেকেই, এখন যেটা 'Banglish' নামে বেশ জনপ্রিয়।

ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. ভাষা হয়ে যায় বেশি গতিশীল

- সময়, জায়গা, অক্ষরের সীমা– সবকিছুর বাধা পেরিয়ে
- সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর ভাষার জন্ম হয়

২. নতুন প্রজন্মের জন্য ভাষা হয় 'cool' আর নিজের মতো করে উপযোগী
   - একপ্রকার 'youth culture' গড়ে উঠে
   - ভাষা হয়ে যায় মনের রসায়নের সরাসরি প্রকাশ
৩. ডিজিটাল যুগের জন্য ভাষা তৈরি হয়
   - ইমোজি, শর্টফর্ম, অটো-টেক্সট– সবকিছুর রীতিই শুরু SMS-এর হাত ধরে

চ্যাটবট, AI, কনভার্সেশনাল ইন্টারফেস– সবকিছুর শুরুও এই ছোট্ট 'খুদেবার্তা' থেকে। আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি– WhatsApp, Messenger, Voice Chat, ChatGPT– সবকিছুর শুরুর ভাষা কিন্তু সেই SMS-এর ভাষা।

সংক্ষেপে বললে:

SMS শুধু প্রযুক্তি নয়; এটি ভাষার নতুন ছন্দ, সংক্ষিপ্ততায় প্রকাশের এক শিল্প। আর আজকের ডিজিটাল যুগে আমরা যতভাবেই লিখি না কেন, তার শিকড় কোথাও না কোথাও সেই ১৬০ ক্যারেক্টার-এর এক অভূতপূর্ব কল্পনার ভেতরেই রয়ে গেছে।

SMS লেখার নিয়ম এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা।

একটি ভালো, প্রভাবশালী ও কার্যকর SMS লেখার জন্য কিছু নিয়ম মনে রাখা জরুরি–
এসব নিয়ম শুধু বানান বা গঠন নয়, যোগাযোগের উদ্দেশ্য পূরণেও সহায়ক।

১. **সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া জরুরি**
   মেসেজ যেন পড়ে প্রাপক একবারেই বুঝতে পারেন কী বলতে চাচ্ছেন।
   ঠিক: 'আজ সন্ধ্যা ৭টায় মিটিং রুমে দেখা হবে।'
   ভুল: 'আমরা হয়তো সন্ধ্যায় কোথাও দেখা করবো, দেখি কী হয়।'
২. **প্রাসঙ্গিক তথ্য আগে দিন**
   যদি সময়, স্থান বা নাম উল্লেখ থাকে, সেগুলো শুরুতেই দিন।
৩. **ভদ্রতা বজায় রাখুন**
   SMS সংক্ষিপ্ত হলেও 'দয়া করে', 'ধন্যবাদ', 'আশা করি ভালো আছেন'– এসব সৌজন্য শব্দ ব্যবহারে প্রভাব বাড়ে।
৪. **শব্দচয়ন হালকা ও সহজবোধ্য রাখুন**
   জটিল শব্দ, দীর্ঘ বাক্য পরিহার করে সহজ ভাষায় কথা বলুন।
৫. **বিপরীত পক্ষের Action স্পষ্ট করুন**
   যেমন– 'YES লিখে রিপ্লাই দিন'
   'আপনার মন্তব্য দিন এখানে...'
   এতে প্রাপক জানবেন পরবর্তী পদক্ষেপ কী।
৬. **বানান ও গঠন ঠিক রাখুন**
   অপ্রয়োজনীয় শর্টফর্ম, ভুল বানান বা এলোমেলো বাক্য ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করতে পারে।
৭. **গোপনীয়তা বজায় রাখুন**
   SMS অনেক সময় ব্যক্তিগত বা সংবেদনশীল তথ্য বহন করে, তাই লেখার সময় সেই সম্মানটা থাকা জরুরি।

SMS-এর সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট

SMS-এর গুরুত্ব আজও আছে– কিন্তু সময় বদলেছে, প্রযুক্তি এগিয়েছে।
তাই চল এক নজরে দেখি এর চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ অবস্থান।

সীমাবদ্ধতা (Limitations)

বিষয়	সমস্যা
অক্ষর সীমা	এক SMS-এ ১৬০ ক্যারেক্টারের সীমা– বড়ো তথ্য পাঠাতে অসুবিধা
খরচ	প্রতি মেসেজে চার্জ (বিশেষত আন্তর্জাতিক বা প্রচারমূলক মেসেজে)

দেরি	কখনো কখনো মেসেজ দেরিতে পৌঁছায় বা ব্যর্থ হয়
নির্ভরতা	নেটওয়ার্ক না থাকলে SMS পাঠানো যায় না
কম ফিচার	ছবি, ভিডিও, রিঅ্যাকশন, স্ট্যাটাস– এগুলো SMS-এ সম্ভব নয়
ইন্টারফেস	বর্তমান প্রজন্ম বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপে অভ্যস্ত (WhatsApp, Messenger ইত্যাদি)

ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট (Future Outlook)

১. **বিশেষ পরিস্থিতিতে SMS-এর গুরুত্ব টিকে থাকবে**
- OTP, Two-Factor Authentication
- ব্যাংকিং ও সরকারি বার্তা
- জরুরি রিমাইন্ডার বা নোটিফিকেশন

২. **RCS (Rich Communication Services) SMS-এর আধুনিক রূপ হতে পারে**
- Google, Samsung ইত্যাদি RCS চালু করছে
- এটি এমন একটি পরিষেবা যেখানে SMS-এর মতো সহজতা থাকবে, কিন্তু থাকবে:
- ছবি, ভিডিও, রিচ মিডিয়া
- রিড রিসিপ্ট
- গ্রুপ চ্যাট
- অ্যাপস ছাড়াই কাজ করা

৩. **স্বল্প প্রযুক্তির জায়গায় SMS এখনও অপরিহার্য থাকবে**
- উন্নয়নশীল দেশ, রিমোট এরিয়া, প্রবীণদের মধ্যে
- সরকারি স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিক্ষা তথ্য প্রদানে

৪. **SMS থাকবে মূলত ব্যাকআপ ও নির্ভরযোগ্য fallback channel হিসেবে**

যেখানে ইন্টারনেট নেই, অ্যাপ কাজ করছে না– সেখানে SMS-ই ভরসা।

সারসংক্ষেপে:

বিষয়	SMS এখন	SMS ভবিষ্যতে
ব্যবহার	সীমিত, নির্দিষ্ট কাজে	সাপোর্ট ও জরুরি চ্যানেল হিসেবে
প্রতিযোগিতা	ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জার	RCS বা নতুন প্রজন্মের কমিউনিকেশন
শক্তি	সরলতা, অ্যাক্সেসিবিলিটি	fallback, universal reach

SMS ছিল আমাদের ডিজিটাল কমিউনিকেশনের প্রথম ভাষা। সময়ের সঙ্গে এর ব্যবহার কিছুটা কমলেও, এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এটি নির্ভরযোগ্য এক মাধ্যম। ভবিষ্যতে হয়তো এটি একা থাকবে না, কিন্তু তার উপস্থিতি থাকবে আরও পরিণত ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত রূপে।

কিউআর কোড এর খুদে বার্তা নিম্নরূপ : ৬১–৮৭

৬১. ভালোবাসা দিবসে পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: মা-বাবা

আমার প্রিয় পরিবার

ভালোবাসা দিবসে তোমাদের জানাই অফুরন্ত ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। তোমাদের ভালোবাসাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ।

তামান্না

প্রেরক: ০১৬৭৭...

১৪.০২.২০২৬

১০:০০ পূর্বাহ্ন

৬২. একটি দক্ষতা (যেমন– কোডিং/ডিজাইন) শেখার উৎসাহ দিতে বন্ধুকে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৪৪...

বন্ধু

কোডিং শেখা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ভবিষ্যতের দারুণ এক দক্ষতা। তুমি চাইলে আমি কিছু রিসোর্স শেয়ার করতে পারি। শুরু করো আজই!

রিয়াজ

প্রেরক: ০১৬৩৩...

০৪.০৪.২০২৬

০৬:৩০ অপরাহ্ন

৬৩. রোজা রাখার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৭৭...

বন্ধু

রোজা রাখার অভিজ্ঞতা এবছর অনেক আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি দিয়েছে। নিয়মিত সাহরি ও ইফতার এবং নামাজ পড়ে দিনগুলো বেশ সুশৃঙ্খল কাটছে।

ফারহান

প্রেরক: ০১৬৮৮...

০৪.০৪.২০২৬

০৬:৩৫ অপরাহ্ন

৬৪. কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭২২...

বন্ধু

স্কুলে আগামীকাল কুইজ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তুমিও অংশ নাও। দারুণ মজা আর শেখার সুযোগ– চলো একসাথে অংশ নিই!

রাহাত

প্রেরক: ০১৬৩৩...

০৪.০৪.২০২৬

০৬:৪৫ অপরাহ্ন

৬৫. রক্তদান করতে উৎসাহিত করে সহপাঠীদের উদ্দেশে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: সহপাঠীরা

বন্ধুরা

এক ব্যাগ রক্ত একটি প্রাণ বাঁচাতে পারে। চল, আমরা সবাই মিলে রক্তদানে এগিয়ে আসি। এটি আমাদের সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব।

মেহেদী

প্রেরক: ০১৬৮৮...

০৪.০৪.২০২৬

০৬:৫০ অপরাহ্ণ

৬৬. কলেজ লাইব্রেরিতে নতুন বই আসার খবর জানিয়ে সহপাঠীকে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৫৫...

বন্ধু

কলেজ লাইব্রেরিতে নতুন কিছু বই এসেছে– উপন্যাস, জীবনী আর সায়েন্স ফিকশন! আজই চল দেখে আসি, দারুণ কিছু পছন্দ হয়ে যেতে পারে।

সজল

প্রেরক: ০১৬৯৯...

০৪.০৪.২০২৬

১১:০০ সকাল

৬৭. প্রিয় শিক্ষকের অবসর উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: প্রিয় শিক্ষক

স্যার

আপনার অবসরের খবরে মন খারাপ, কিন্তু আনন্দও হচ্ছে আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনের সফলতার জন্য। আপনাকে শ্রদ্ধা ও শুভকামনা জানাই জীবনের নতুন অধ্যায়ে।

তন্ময়

প্রেরক: ০১৬৬৬...

০৪.০৪.২০২৬

১২:৩০ দুপুর

৬৮. কলেজে নতুন শিক্ষক যোগ দেওয়ায় স্বাগত জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: নতুন শিক্ষক

স্যার/ম্যাডাম

আমাদের কলেজে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি, আপনার শিক্ষাদান আমাদের শেখার আনন্দ আরও বাড়াবে। আমরা একসাথে দারুণ একটা সময় কাটাব।

শ্রুতি

প্রেরক: ০১৬৭৭...

০৪.০৪.২০২৬

০১:০০ দুপুর

৬৯. একটি অসহায় পশুকে উদ্ধার করার অভিজ্ঞতা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৬৬...

বন্ধু

আজ রাস্তার পাশে এক আহত বিড়ালকে পেলাম। ওকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালাম। এখন অনেকটাই ভালো আছে। সত্যি, এমন কাজ মনটাকে শান্তি দেয়।

রাহুল

প্রেরক: ০১৬৩৩...

০৪.০৪.২০২৬

০১:৩০ দুপুর

৭০. প্লাস্টিক বর্জ্য কমাতে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৮৮...

বন্ধু

প্লাস্টিক দূষণ আমাদের পরিবেশ ধ্বংস করছে। চলো, আমরা রি-ইউজেবল ব্যাগ ব্যবহার করি, প্লাস্টিকের বোতল বাদ দিই। ছোটো উদ্যোগেও বড়ো পরিবর্তন আসে!

ইরা

প্রেরক: ০১৬৫৫...

০৪.০৪.২০২৬

০২:০০ দুপুর

৭১. বন্ধুদের নিয়ে ছোটো পিকনিকে যাওয়ার পরিকল্পনার খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৪৪...

বন্ধু

পরের শুক্রবার ছোট্ট একটা পিকনিকে যাবার প্ল্যান করছি– নদীর ধারে, কিছু খাওয়া, গান আর আড্ডা! তুমিও সঙ্গে থাকো, সবাই মিলে মজা হবে দারুণ!

আয়মান

প্রেরক: ০১৬৩৩...

০৪.০৪.২০২৬

০২:৩০ দুপুর

৭২. কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা পাঠাতে উৎসাহ দিয়ে সহপাঠীকে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৫৫...

বন্ধু

কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ এগিয়ে আসছে। তোমার কবিতাগুলো দারুণ! দেরি না করে জমা দাও– তোমার লেখা অনেকেই পড়তে চাইবে।

নাহিয়ান

প্রেরক: ০১৬৬৬...

০৪.০৪.২০২৬

০৩:১৫ বিকেল

৭৩. শিক্ষকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: প্রিয় শিক্ষক

স্যার/ম্যাডাম

জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অফুরন্ত ভালোবাসা জানাই। আপনার মেধা ও সহানুভূতির ছায়াতলে আমরা গড়ে উঠছি। আপনার জীবন হোক আনন্দ ও শান্তিতে ভরপুর।

ফারহানা

প্রেরক: ০১৬৮৮...

০৪.০৪.২০২৬

১০:০০ সকাল

৭৪. ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ভাইরাল ফিভার প্রতিরোধে সতর্কতা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৫৫...

বন্ধু

ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধে নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলো, ভিড় এড়াও, সর্দি-কাশি হলে মাস্ক পরো। হালকা জ্বরেও বিশ্রাম নাও আর চিকিৎসা নাও। সতর্ক থাকাই নিরাপদ থাকা।

রিফাত

প্রেরক: ০১৬৪৪...

০৪.০৪.২০২৬

১০:৩০ সকাল

৭৫. কারিকুলাম পরিবর্তন বিষয়ে মতামত জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়

মাননীয় মন্ত্রী

নতুন কারিকুলামে হাতে-কলমে শিক্ষা ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনেক। তবে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, প্রস্তুতির সময় ও প্রয়োগের দিকগুলো আরও সহজ করার অনুরোধ করছি।

তানজিলা রহমান, কলেজ শিক্ষার্থী

প্রেরক: ০১৬৭৭...

০৪.০৪.২০২৬

১১:০০ সকাল

৭৬. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বন্ধুকে শুভকামনা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৩৩...

বন্ধু

পরীক্ষার জন্য তোমাকে অনেক শুভকামনা। মনোযোগ দিয়ে পড়ো, আত্মবিশ্বাস রাখো– তুমি পারবেই। সব সময় পাশে আছি!

আফিফা

প্রেরক: ০১৬৯৯...

০৪.০৪.২০২৬

১১:৩০ সকাল

৭৭. আত্মনির্ভর হতে একটি ছোটো উদ্যোগ শুরুর কথা জানিয়ে বন্ধুকে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৬৬...

বন্ধু

আমি এখন থেকে ছোটো পরিসরে হাতে বানানো কার্ড বিক্রি শুরু করেছি। নিজের পছন্দের কিছু দিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার অনুভূতি অসাধারণ! তুইও কিছু শুরু করতে পারিস।

শুভ্রা

প্রেরক: ০১৬৫৫...

০৪.০৪.২০২৬

১২:০০ দুপুর

৭৮. কোনো অনলাইন প্রতিযোগিতায় বিজয় অর্জনের পর বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৪৪...

বন্ধুরা

অনলাইন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পেরেছি– তোমাদের উৎসাহ আর ভালোবাসার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ!

নওরিন

প্রেরক: ০১৬৩৩...

০৪.০৪.২০২৬

১২:৩০ দুপুর

৭৯. কলেজে অনুষ্ঠিত একটি নাটকের অভিজ্ঞতা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৭৭...

বন্ধু

আজ কলেজে 'নির্বাসন' নাটকটা দেখলাম– চমৎকার অভিনয় আর মঞ্চসজ্জা ছিল! নাটকের শেষে দাঁত ফোটানো হাসি আর কিছু চোখের জল– সবই ছিল। তুই মিস করলি!

সাইফ

প্রেরক: ০১৬৬৬...

০৪.০৪.২০২৬

০১:০০ দুপুর

৮০. নিজের লেখা কবিতা নিয়ে বন্ধুর মতামত জানতে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৮৮...

বন্ধু

আমি একটা নতুন কবিতা লিখেছি– 'নীল আকাশের নিচে'। তোকে পাঠাচ্ছি, পড়ে জানাবি কেমন লাগল। তোদের মতামতই আমার প্রেরণা।

তনয়

প্রেরক: ০১৬৫৫...

০৪.০৪.২০২৬

০১:৩০ দুপুর

৮১. শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: প্রিয় শিক্ষকগণ

স্যার/ম্যাডাম,

আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে আপনারা যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তা ভোলার নয়। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের প্রতি।

একজন কৃতজ্ঞ শিক্ষার্থী

প্রেরক: ০১৬৭৭...

০৪.০৪.২০২৬

০২:০০ দুপুর

৮২. বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির প্রস্তুতির পরিকল্পনা জানিয়ে বন্ধুকে খুদে বার্তা লেখো।

NABARUN PUBLICATION

প্রাপক: ০১৭৩৫...

বন্ধু

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়া শুরু করেছি। একটা রুটিন করে নিয়েছি, গাইড আর অনলাইন কোর্স ফলো করছি। তুই কেমন প্রস্তুতি নিচ্ছিস?

তাওসিফ

প্রেরক: ০১৬৯৯...

০৪.০৪.২০২৬

০২:৩০ দুপুর

৮৩. একটি জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সেমিনারে অংশ নিতে বন্ধুদের খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৬৬...

বন্ধু

আগামী শুক্রবার কলেজ অডিটোরিয়ামে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সেমিনার হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে অনেক কিছু শেখা যাবে। তুই অবশ্যই আসবি!

রানা

প্রেরক: ০১৬৫৫...

০৫.০৪.২০২৬ । ১০:০০ সকাল

৮৪. সহপাঠীর নতুন ইউটিউব চ্যানেল উদ্বোধন উপলক্ষ্যে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৮৮...

বন্ধু

তোর ইউটিউব চ্যানেল 'Art by Aisha' দেখে খুব ভালো লাগল! অভিনন্দন! নিয়মিত ভিডিও দে– তোর প্রতিভা অনেক দূর যাবে ইনশাআল্লাহ!

তাসনিম

প্রেরক: ০১৬৩৩...

০৫.০৪.২০২৬ । ১২:০০ দুপুর

৮৫. কলেজ ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৬৬...

বন্ধু

আগামী বুধবার কলেজ ফেস্টিভ্যালে সবাই আসছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গেম, স্টল– সব মিলিয়ে অনেক মজা হবে। তুইও অবশ্যই আসবি!

আদিবা

প্রেরক: ০১৬৬৬...

০৫.০৪.২০২৬ । ০১:৩০ দুপুর

৮৬. একটি দেশপ্রেমমূলক গান শোনার অভিজ্ঞতা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৭৭...

বন্ধু

আজ 'আমার সোনার বাংলা' গানটা শুনলাম মঞ্চে– মনে হলো চোখে জল এসে গেল। দেশকে ভালোবাসার এমন অনুভূতি ভাষায় বোঝানো যায় না!

সাদমান

প্রেরক: ০১৬৭৭...

০৫.০৪.২০২৬ । ০২:০০ দুপুর

৮৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিজিটালাইজড হওয়ার খবর জানিয়ে সহপাঠীকে খুদে বার্তা লেখো।

প্রাপক: ০১৭৩৩...

বন্ধু

আমাদের কলেজে এখন ডিজিটাল ক্লাসরুম চালু হয়েছে! প্রজেক্টর, ই-বুক, অনলাইন অ্যাসাইনমেন্ট– সবই থাকছে। পড়াশোনা হবে আরও সহজ ও মজাদার!

তানিয়া

প্রেরক: ০১৬৫৫...

০৫.০৪.২০২৬ । ০২:৩০ দুপুর

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION